কার্যনির্বাহি ব্যবস্থার সংক্ষিপ্তসার

পটভূমিকা

এটি স্কটল্যান্ডের ইন্সপেক্টোরেট অফ প্রসিকিউশন এর (বিচারকার্য পরিদর্শন ব্যবস্থা) প্রথম রিপোর্ট। 1998 এ চোকার (Chhokar) হত্যার পরে মন্ত্রীমন্ডলীর কাছে ডঃ রাজ জানডুর (Dr Raj Jandoo) প্রথম রিপোর্টে দেওয়া প্রথম পরামর্শের ভিত্তিতে এই পরিদর্শন ব্যবস্থা বা ইন্সপেক্টোরেট প্রস্তুত হয়।

তাঁর দ্বিতীয় পরামর্শ ছিল জাতিগত বিষয়গুলির ব্যাপারে ক্রাউন অফিস এবং প্রকিউরেটের ফিসকাল সার্ভিস (ডিপার্টমেন্ট)এর প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে নতুন ইন্সপেক্টোরেট বা পরিদর্শনব্যবস্থা একটি রিপোর্ট পেশ করবেন। সেই পরামর্শের ফলশ্রুতি এই রিপোর্ট।

ডাঃ জানডু পরামর্শ দিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র কাগজে লেখা বিবৃতির পরিবর্তে রিপোর্টটিতে যেন বাইরের উৎপত্তিস্থলগুলিও অন্তর্ভুক্ত হয়। এই কার্য সাধনের জন্য স্কটল্যান্ডের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে, প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হয়েছে এবং নিগৃহীত ব্যক্তি, দো-ভাষী (অনুবাদক), বিশেষজ্ঞ এবং অন্যান্যদের মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। রিপোর্টটি প্রস্তুত করার ব্যাপারে পথ প্রদর্শন ও সহায়তা করার জন্য একটি রেফারেন্স গ্রুপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং তাতে সেই ব্যক্তিরাই আছেন যাদের পুনরীক্ষণের ক্ষেত্রে আগ্রহ এবং অভিজ্ঞতা রয়েছে।

রিপোর্টে মূলত ডাঃ জানডুর আবিস্কার বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের প্রতিক্রিয়া নিরীক্ষা করা হলেও এতে জাতিগত অপরাধ এবং বিভাগের অভ্যন্তরে কর্মসংস্থানের ব্যাপারটিও আলোচিত হয়েছে।

জাতিগত অপরাধ

অপরাধ এবং বিশৃঙ্খলা আইন 1998 (Crime and Disorder Act 1998) বলবত হওয়ার পরে সুনির্দিষ্ট সংবিধিবদ্ধ অপরাধ এবং উৎপীড়ন বিষয়ক একটি কঠিন নীতি ডিপার্টমেন্ট-এর উপরে আরোপিত হয় এবং সেটির প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার ব্যবস্থা হয়। এর অতিরিক্ত জাতিগত অপরাধ-এর রিপোর্ট ও অনুসন্ধানের ব্যাপারেও লর্ড অ্যাডভোকেট পুলিশকে সুতীব্র নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন।

আমরা দেখেছি যে নীতিটি বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের সকলেই অবহিত এবং তার প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়, অল্প কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বহু সংখ্যক ব্যক্তি এই নীতি অনুসরণ করে চলে। 60% এর বিপরীতে প্রায় 85% ক্ষেত্রে আদালতের শরণ নেওয়া হয়েছে, যেখানে বিকল্প ব্যবস্থা, যথা জরিমানা দেওয়া অনুমোদিত। পুলিশও নির্দেশ মেনে চলছে, গোপনে নিরীক্ষণ করে তাদের কাজে অনেক উন্নতি দেখা গেছে। নীতিটি যেন একটি সংকেত পাঠিয়েছে যে এইপ্রকার অপরাধ সহ্য করা হবেনা। নীতিটির কঠোরতার জন্য আমরা কর্মী, প্রতিবাদী পক্ষ এবং শেরিফদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়েছি, কিন্তু নিগৃহীত ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগের পরে এটিই সঠিক পন্থা বিবেচিত হয়েছে।

জাতিগত সাম্যতা কমিশন এর (Commission for Racial Equality) সঙ্গে পরামর্শের পরে নীতিটির বিষয়ে এককভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবং আমাদের মনে হয় এখনও এর নিয়মগুলি শিথিল করার সময় হয়নি।

আমরা লক্ষ্য করেছি যে জাতিগত অপরাধে দন্ডিত হওয়ার হার অতি উচ্চে, প্রায় 80% এবং দন্ডিত অপরাধীর সংখ্যা প্রতিবছর বেড়েই চলেছে। আমরা হতাশ হয়েছি এবং কিছুটা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি যে স্ত্রী-পুরুষ

নির্বিশেষে সকল বয়সসীমা থেকেই অপরাধীরা এসেছে। শুধুমাত্র তরুন পুরুষ অপরাধীদের দ্বারাই অপরাধগুলি সংঘটিত হয় নি। কম আশ্চর্যের কথা হল অপরাধীদের মধ্যে বহু সংখ্যক পূর্ব-অপরাধী (71%) রয়েছে।

অতএব, সর্বসমেত, আমরা দেখেছি যে ডিপার্টমেন্ট সংবিদ্ধিবদ্ধ ব্যবস্থার ব্যবহার করছে, নীতিটি পালন করা হচ্ছে এবং সেগুলির প্রতি গোপনে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে।

দোভাষী

ডাঃ মানডুর সিদ্ধান্ত অনুসারে চোকার মামলার প্রধান ব্যর্থতা ছিল দোভাষী ও অনুবাদক সরবরাহ করায় ব্যর্থতা।

দোভাষী ব্যবহার করা বিষয় ডিপার্টমেন্টকে অতি বিস্তারিত নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে এবং ডিপার্টমেন্টও নিজেদের মান উন্নয়ণের জন্য সচেষ্ট। এর জন্য তারা বিশেষভাবে জোর দিচ্ছেন যে দোভাষীদের যেন পাবলিক সার্ভিস ইন্টারপ্রেটিং-এ ডিপ্লোমা থাকে এবং তাদের আদালতে ধারাবাহিকভাবে এবং সত্বর অনুবাদ করার অভিজ্ঞতা থাকে। দোভাষীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি আচরণবিধি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অপরাধের বিচার প্রক্রিয়ায় শুধুমাত্র ডিপার্টমেন্টই দোভাষীর ব্যবহার করে না। পুলিশ এবং আদালত পরিষেবাও (অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য) সেটা করে এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে বিভিন্ন সহযোগী একই পন্থা অবলম্বন করে 'ওয়ার্কিং গ্রুপ অন ইনটারপ্রেটার্স অ্যান্ড ট্রানস্লেটর' নামক একই সংস্থার কাছে যাচ্ছেন। আমরা একে মান উন্নয়ণ ও সঙ্গতি রক্ষার প্রচেষ্টায় অগ্রসর হওয়া বলে মনে করি।

আমরা বেশ কিছু সংখ্যক দোভাষীর সঙ্গে মুখোমুখি বা প্রশ্নমালা মারফত যোগাযোগ করেছি। মিশ্রিত অভিজ্ঞতা হয়েছে, অনেকে মনে করেন বিচারক, বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষ ইত্যাদি আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি কিভাবে দোভাষীদের ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ লাভ করলে উপকৃত হবেন। আদালতের কাছে পর্যাপ্ত বিরতির ব্যবস্থা রাখা আরও একটি সমস্যা সেইসঙ্গে দোভাষীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হয় সেটিও আলোচ্য বিষয়। আমরা নানাপ্রকার পরামর্শ দিয়েছি। ইংরেজী যাদের প্রথম ভাষা নয় তাদের জন্য দোভাষীর ব্যবস্থা রাখায় ডিপার্টমেন্টের ভিতরে নিঃসন্দেহে অবস্থার যত্থেষ্ট উন্নতি হয়েছে।

অনুবাদের ক্ষেত্রেও সমান উন্নতি হয়েছে। 2000 সাল থেকে ডিপার্টমেন্ট আদালত সংক্রান্ত এবং অন্যান্য দলিলগুলি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করার ব্যবস্থা করেছেন। এরমধ্যে রয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে সাধারণ পুস্তিকাগুলি যথা ‘‘সাক্ষী হওয়া’’ (Being a Witness), পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ, পেশা সংক্রান্ত তথ্য এবং অন্যান্য।

এছাড়া সকল জাতিগত মামলার ঘটনা নিগৃহীতের জন্য তথ্য ও পরামর্শ সংস্থাকে জানানো হয়, যারা নিগৃহীত ব্যক্তি, শোকসন্তপ্ত ব্যক্তি ও আত্মীয়স্বজনকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করে।

সবমিলিয়ে যে পরিবর্তনগুলি দেখেছি তাতে বোঝা যায় চোকার মামলায় যে ত্রুটিগুলি ছিল তা পূরণ করার পথে আমরা অনেকটা পথ এগিয়েছি।

চাকরি

ডিপার্টমেন্ট তাদের চাকরিতে সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায়ের লোকেদের আকর্ষণ করার চেষ্টা করেছে। 2001সালের লোকগণনায় দেখা গেছল স্কটল্যান্ডের জনসংখ্যার 2% জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোক এবং সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা যাচ্ছে কর্মচারীদের 2% সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায় থেকে এসেছেন অতএব ডিপার্মমেন্ট জাতীয় সংখ্যাটির প্রতিফলন করতে সমর্থ হয়েছে।

এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় শকতরা হারে ভিন্নতা থাকলেও আমরা দেখেছি সেগুলি স্থানীয় সংখ্যালঘু জাতিগত জনসংখ্যার সঙ্গে মোটামুটি সঙ্গতিপূর্ণ।

এই ব্যক্তিদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন স্কুল, কেরিয়ার ফেরার (চাকুরি মেলা) এবং রেসিয়াল ইকুয়ালিটি কাউন্সিলে যাতায়াতকারীদের ভিতর থেকে এদের সংগ্রহ করা হয়। আমরা লক্ষ্য করেছি সংখ্যালঘু জাতিগত ছাত্ররা আইনকে পেশা রূপে গ্রহণ করতে আগ্রহী নয়, কিন্তু ডিপার্টমেন্ট সম্প্রতি সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায় থেকে শিক্ষানবিস সংগ্রহ করতে সফল হয়েছেন।

2000 সালে জাতিগত সম্পর্ক (সংশোধন) আইন [Race Relations (Amendment) Act 2000] বিভিন্ন সরকারি গোষ্ঠীর উপরে কর্মচারীদের প্রতি সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব অর্পন করে, এবং 'কমিশন ফর রেসিয়াল ইকুয়ালিটি' একটি ব্যাপক নিরীক্ষা (সার্ভে) দ্বারা জানতে পারে এই একটি বিশেষ এলাকা যেখানে আরও বেশী সহমর্মিতার অবকাশ আছে। আমরা দেখেছি এটা ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রেও সত্য, কিন্তু এই নিরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত করার (যা প্রয়োজনীয়) নির্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে। তথ্যগুলি উপলব্ধ, কিন্তু সেগুলিকে একত্রিত, প্রকাশিত এবং গুরুত্বপূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করতে হবে।

সকল কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য 2 দিনের একটি বৈচিত্র্য সচেতনতা প্রোগ্রাম প্রস্তুত করে তাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর জন্য বাইরের সহায়তা নেওয়া হয়েছে এবং সম্পূর্ণ ঘটনাটির উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এর ফলাফল খুবই ভালো হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট একটি মূল্যায়ন করার চেষ্টাও করেছে। ডিপার্টমেন্টের ভিতরে কর্মচারীদের জন্য বৈচিত্র্য নির্দিষ্টকারি বিভিন্ন বস্তু সরবরাহ করা হয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট সংখ্যালঘু জাতিগত কর্মচারীদের জন্য স্কটিশ একজিক্যুটিভ লক্ষ্যে পৌঁছাতে সফল হয়েছে এবং সকল কর্মচারির জন্য একটি সচেতনতা বৃদ্ধি প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছে। ডিপার্টমেন্ট এর জন্য বড় রকম বিনিয়োগ করেছে।

পরামর্শ

ডিপার্টমেন্টর উদ্দেশ্য হল একটি স্বতন্ত্র আধুনিক বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, যেখানে জনসাধারণের স্বার্থে ন্যায্য ও সঙ্গতপূর্ণভাবে মামলার কাজ চালানো হবে হবে জনসাধারনের প্রয়োজন বিষয়ে অবহিত হয়ে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ডাঃ জানডু লক্ষ্য করেছেন যে বহুকাল যাবত ডিপার্টমেন্ট সাধারণের কাছে অপরিচিত একটি উদ্ধত ও গোপনীয়তাপূর্ণ সংস্থা ছিল, যাকে কারুর কাছে জবাবদিহি করতে হত না।

চোকার ঘটনাটির অব্যবহিত পরেই ডিপার্টমেন্ট 'রেস' (এখন ডাইভার্সিটি) স্ট্যাটেজি গ্রুপ প্রস্তুত করে সলিসিটার জেনারেল যার সভাপতি। এরকাজ হল জাতিগত বিষয়ে ডিপার্টমেন্টের কর্মপন্থা নির্ণয় করা এবং কর্মপন্থা পরিকল্পনাটির তত্ত্বাবধান করা।

একককভাবে একজন মন্ত্রির সভাপতিত্বে এই কেন্দ্রীয় নীতি সংস্থাটি কর্মচারী এবং জনসাধারণ উভয়ের কাছে ডিপার্টমেন্টের বিতরনীয় গৃহীত দায়িত্ব বিষয়ে তীব্র বার্তা প্রেরণ করে।

এ বিষয়ে জনসাধারণের মতামত জানার জন্য কতগুলি প্রয়াস গড়ে তোলা হয়েছে, যার মধ্যে সমতা বিষয়ক পরামর্শ গোষ্ঠি স্থাপনা অন্তর্ভুক্ত। এই গোষ্ঠি সমতা বিষয়ে বর্তমান ও ভবিষ্যত নীতির প্রভাব সম্বন্ধে স্বতন্ত্র পরামর্শ দিয়ে থাকে। মতামত প্রকাশের জন্য এরা একটি পরিসর সরবরাহ করে।

জাতিগত সমতা কর্ম পরিকল্পনা [Race Equality Action Plan (REAP)] টিকে কার্যে পরিণত করা ও সহায়তার জন্য এবং স্থানীয় আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সংস্থান গোষ্ঠিকে (Area Diversity Resource Teams) পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটি আভ্যন্তরীণ রেস টিমও (জাতিগত দল) প্রস্তুত করা হয়েছে। এই স্থানীয় দলগুলি স্থানীয় স্তরে নীতিগুলিকে কর্মে পরিণত করায় বিশেষভাবে সহায়ক এবং তাদের কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে জাতিগত অপরাধের নীতিগুলির সতর্ক নিরীক্ষণ, কর্মে বহাল করা এবং অন্যান্য কয়েকটি বিষয়। এর থেকে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে ডিপার্টমেন্টের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও আদান-প্রদানের প্রচেষ্টা বোঝা যায়. জাতিগত গোষ্ঠি (রেস টিম) স্থানীয় ম্যানেজারদের জন্য প্রতিক্রিয়ার মূল্যায়ন করার একটি পন্থা প্রস্তুত করেছে এবং কমিশন ফর রেসিয়াল ইক্যুয়ালিটি (জাতিগত সমতা কমিশন) সম্প্রতি এইপ্রকার পরামর্শের জন্য একটি ওয়েবসাইট সরবরাহ করেছে।

ডিপার্টমেন্ট যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেছে সেগুলি স্কটল্যান্ডের সংখ্যালঘু জাতিগত সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও তাদের মতামত জানার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়াস। বিভিন্ন সংস্থা থেকে এই কর্মপ্রয়াসগুলি বিষয়ে অনুকূল মন্তব্য করা হয়েছে, এবং অনেকে এগুলিকে অপরের পক্ষে আদর্শস্বরূপ বলে মনে করে, যদিও অপর সংস্থার তাদের কর্মরপন্থা অবলম্বন করা বিষয়ে ডিপার্টমেন্ট কোনো বক্তব্য রাখেনি।

জাতিগত সমতা পরিকল্পনা

ডাঃ জানডুর রিপোর্টের ফলে ডিপার্টমেন্ট একটি জানডু কর্ম পরিকল্পনা (Jandoo Action Plan) প্রস্তুত করেছে, যাতে ডাঃ জানডুর সবকটি পরামর্শ (সর্বসমেত 40) লর্ড অ্যাডভোকেট দ্বারা স্বীকৃত হয়েছে।

এই পরিকল্পনা প্রাসঙ্গিক 'জানডু' পরামর্শকে বিস্তারিত বর্ণনা করেছে এবং ডিপার্টমেন্ট কী করবে এবং কখন করবে তার নকশা প্রস্তুত করেছে। এর দ্বারা অবিলম্বে উন্নতির পরিমাপ করা সম্ভব এবং সম্প্রতি প্রস্তুত রেস স্ট্র্যাটেজি গ্রুপ তাদের উন্নতি পরিমাপ ও নিরীক্ষণ করার একটি সাধন লাভ করেছে। পরিকল্পনার কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ স্তরে ইতিমধ্যেই পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে, যার মধ্যে আছে পুলিশের প্রতি নির্দেশিকা প্রদান এবং বৈচিত্র সচেতনতা প্রোগ্রাম। আমরা এই কর্মপন্থাকে ব্যাপক ও যত্নশীল বলে মনে করি এবং এর উদ্দেশ্যও বহুলাংশে সাধিত হয়েছে।

2000 সালের রেস রিলেশন (অ্যামেন্টমেন্ট) অ্যাক্ট বা জাতিগত সম্পর্ক (সংশোধন) আইন অনুসারে 2002 এর 30 শে নভেম্বরের মধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষগুলির একটি জাতিগত সমতা পরিকল্পনা (রেস ইক্যুয়ালিটি স্কিম) প্রস্তুত ও প্রকাশিত করার প্রয়োজন ছিল, যাতে প্রদর্শিত হবে কি ভাবে তারা জাতিগত সমতা উন্নয়ণের অবশ্য পালনীয় কর্তব্যটি সম্পাদন করার প্রয়াস নিয়েছে। স্কটিশ একজিকুটিভ একটি সুবিস্তৃত জাতিগত সমতা পরিকল্পনা (রেস ইক্যুয়ালিটি স্কিম) প্রকাশিত করেছে এবং ডিপার্টমেন্ট একটি বিস্তারিত জাতিগত সমতা কর্ম পরিকল্পনা প্রকাশিত করেছে, যার অধিকাংশই জানডু পরিকল্পনা থেকে আহৃত।

REAP এর কাজ রেস স্ট্র্যাটেজি গ্রুপ দ্বারা গোপনে নিরীক্ষিত হয় এবং পূঙ্খানুপুঙ্খতার প্রতি মনোযোগ ও সর্বব্যাপিতার জন্য অনুকূল মন্তব্য লাভ করেছে। সম্প্রতি এটির পুনরীক্ষণ করা হয়েছে। সকল প্রধান উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়েছে এবং বৎসর 4 এর জন্য অনেক নতুন লক্ষ্যবস্তু বা উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে।

আমরা লক্ষ্য করেছি এই কর্মপন্থা নিয়ে ব্যাপক ও যত্নশীল রূপে কাজ হচ্ছে এবং তার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষালাভ করা ও তাকে কার্যে প্রয়োগ করার ইচ্ছা অত্যন্ত স্পষ্ট।

<u>সমাপ্তকালীন মন্তব্য</u>

সমমিলিয়ে আমাদের মনে হয়েছে যে চোকার মামলাটির পরবর্তী 6 বছরে ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সন্দাহাতীত রূপে অগ্রসর হয়েছে।

এই নিদর্শনগুলি অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক যাতে কর্মের প্রতি দায়বদ্ধতার নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়, স্পষ্টতই মন্ত্রী - মন্ডলী ও ম্যানেজমেন্ট স্তর উভয়ই যেখানে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে।

আমরা আত্মতৃপ্তি বা আত্মপ্রসাদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ সতর্ক বিজ্ঞপ্তি করেছি, কিন্তু তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যদিও যে সকল কাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সে বিষয়ে আমরা বিভিন্ন পরমার্শ ও উপদেশ দিয়েছি, কোনো বিষয়ের নীতি কর্মপন্থায় ত্রুটি পাওয়া যায়নি, ডিপার্টমেন্ট নতুন সহযোগীদের সঙ্গে নব উদ্যমে কাজ করে চলেছে।

জোসেফ টি ও ডোনেল (Joseph T O'Donnell)
চীফ ইন্সপেক্টর (Chief Inspector)